ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 69 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২২৫ ● কলকাতা ● ০২ ভাদ্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৯ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে শ্রমশ্রীতে মাসে ৫ হাজার টাকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সময়ে নির্বাচন হলে বাংলায় বিধানসভা ভোটের আর ৮ মাস বাকি। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন এটা ভোট বছর। ঠিক এমনই পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে ঘোষণা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতই আড়েবহরে বেশ বড়। তা হল বাংলার যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে কাজ করছেন, তাঁরা ঘরে ফিরলে তাঁদের সাময়িক ভাতা দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। তবে বিরোধীরা এই প্রকল্পের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। বিজেপির মুখপাত্র সজল ঘোষ বলেন, 'এও একটা স্ক্যাম হতে চলেছে। প্রথম কথা হল, ২২ লক্ষ লোক বাংলায় ফিরে করবে কী, কাজের সুযোগই তো তৈরি করতে পারেনি বর্তমান সরকার। দেখা যাবে, এই টাকা ভূতে লুটে খাচ্ছে।

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 32

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সাধককেও পরমাত্মারূপী ঐ বৃক্ষের ঐ ডাল হতে হবে যে ডালের উপর শত শত ছোট ডাল ও হাজার হাজার পাতা নির্ভর করে। পরমাত্মা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজের মাধ্যম দিয়ে হাজার হাজার লোক পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে।

আর আমারও মনে হয়, এটা সত্যই। একজন মানুষের দরকার সীমিত। তার বেশী থেকে তাঁর প্রসন্নতা বা খুশী মিলতে পারে না। তাই সে যদি অধিক খুশী পেতে চায়, তবে তার যা মিলেছে, তা বিতরণেই আনন্দ আছে। এক ব্যক্তি ৪টি রুটি খায়। যদি তাকে ১০০টি রুটি দিয়ে দেওয়া যায়, তবে অতিরিক্ত রুটি থেকে তাঁর বেশী আনন্দ হবে না, যদিও তার কাছে ২৫ গুণ বেশী রুটি আছে।

ক্রমশঃ

# বাসন্তীর সিভিক কাণ্ডে মৃত্যু বিশ্বজিতের, শোকের ছায়া এলাকায়!

**নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী**

স্বাধীনতা দিবসের সকালে ঘটে যাওয়া বাসন্তীর আমঝড়া গ্রামের রক্তাক্ত কাণ্ডে নতুন মোড়। আহত অবস্থায় চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সিভিক ভলেন্টিয়ার বিশ্বজিৎ খাঁ অবশেষে মৃত্যু বরণ করলেন। গত শুক্রবার রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ সন্ধ্যা পাঁচ টা পনেরো নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

আর ঘটনার পর থেকেই বিশ্বজিতের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন আহত তরুণী সুস্মিতা মণ্ডল। প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলা আর্থিক লেনদেনের প্রমাণস্বরূপ কল রেকর্ড ও কিছু স্ক্রিনশট সামনে এসেছে বলে পরিবারের অভিযোগ। এই আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক যন্ত্রণা থেকেই বিশ্বজিৎ এই চরম পদক্ষেপ নেন বলে তাঁদের বক্তব্য।

তবে সুস্মিতা মণ্ডলের পরিবারের দাবি, তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, ঘটনার আসল সত্য লুকিয়ে দায় চাপানো হচ্ছে আহত তরুণীর ঘাড়ে।এদিকে বিশ্বজিতের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আমঝড়া সহ গোটা এলাকায়। স্থানীয়দের একাংশ বলছেন, শান্ত স্বভাবের ভদ্র বিশ্বজিৎ এমন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন—এটা মানতে পারছেন না কেউই। অন্যদিকে, পরিবার সূত্রে খবর, এনআরএস হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে ফিরবে এবং সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

আর বিশ্বজিতের মৃত্যুর পর অভিযুক্ত নার্স সুস্মিতা মণ্ডলের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রতারণা ও মানসিক নির্যাতনের মামলা দায়ের করতে পরিবার বাসন্তী থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি। তাঁরা সুস্মিতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

আর বিশ্বজিতের মৃত্যু এই ঘটনায় আবারো নতুন মোড় এনে দিল। তবে এখনো এই ঘটনার আসল সত্য সামনে আনেনি পুলিশ! চলছে তদন্ত, প্রেম নাকি শুধু প্রেমের আড়ালেই প্রতারণা—সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে পুলিশের তদন্তেই।

## বিভিন্ন দাবিতে বিজেপির ডেপুটেশন অভিযান মানিকচকে

**পার্থ ঝা,মানিকচক**

পরিকল্পিতভাবে ভুতনীবাসীকে বন্যার জলে ডুবিয়েছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার।সোমবার কার্যত এমনটাই অভিযোগ তুলে কন্যা দুর্গত ভূতনীবাসীর একগুচ্ছ দাবীতে মালদার মানিকচকে জোরদার আন্দোলন করল বিজেপি। গণ ডেপুটেশন ও গণ অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন মানিকচক বিডিও অফিসে। যাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টায় তৈরি হয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। 'যদিও বিশাল পুলিশ বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিনের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কন্যা দুর্গত ভূতনীবাসীর ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করা, সমস্ত দুর্গত মানুষকে ত্রাণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবীতে সোচ্চার হলেন বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি, সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল,বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুভাষ যাদব,বিজেপি নেতা অভিজিৎ মিশ্র,বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী পল্লবী মন্ডল, যুব মোর্চার সভাপতি সৌরভ রজক,বিশ্বজিৎ মন্ডল সহ আরো অনেকে।পরে মানিকচক বিডিওর হাতে একটি ডেপুটেশন পত্র তুলে দেওয়া হয়।

# পুজোর আগেই রাস্তার কাজের সূচনা ফালাকাটার দলগাঁওয়ে

**হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা**

ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল।সেই রাস্তাটি সংস্কার করার দাবি নানাভাবে প্রশাসন ও তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসী। এবার সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। এজন্য এগিয়ে এসেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সোমবার দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র রায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা রাস্তাটির দূরত্ব প্রায় ১৯০০মিটার। আর এজন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বরাদ্দ করেছে প্রায় দুই কোটি টাকা। দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩/৪১নাম্বার বুথের শ্রীরান জানকি মন্দির থেকে সাতলাইন পর্যন্ত এই রাস্তাটি এবার তৈরি হবে।এই রাস্তার কাজকে এলাকাবাসী দুর্গাপুজোর উপহারই মনে করছেন।ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র রায় জানান,উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থ বরাদ্দে ফালাকাটার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কমবেশি রাস্তা সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। এজন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে ধন্যবাদ।এই রাস্তাটি হলে দলগাঁও এলাকার মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হবেন।

# আবশেষ সুপ্রিম কোর্টে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন

**বেবি চক্রবর্তী :কলকাতা**

এই সেই রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী যার বান্ধবীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা আর প্রচুর সোনা উদ্ধার হয়েছিল। আইনের ফাঁক দিয়ে সেই এবার মুক্ত হতে চলেছে - যেভাবে এর আগে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও নেতা জামিন পেয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে শর্তসাপেক্ষে জামিন হয়ে গেল রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। নিয়োগ সংক্রান্ত ED-র মামলায় আগেই জামিন পেয়েছিলেন। এবার জামিন পেলেন CBI-এর মামলায়। তবে বেশ কিছু শর্তকে সামনে রেখেই জামিনের আর্জি মঞ্জুর হয়েছে তাঁর। তবে তিনি এখনই জেল থেকে মুক্তি পাবেন কি না, তা সুপ্রিম কোর্টের সম্পূর্ণ অর্ডার এবং শর্তগুলি না প্রকাশ্যে আসা পর্যন্ত জানা যাবে না। যদিও তাঁর আইনজীবীদের মত, পার্থর জেলমুক্তির সম্ভাবনা জোরাল।প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলাও রয়েছে। গ্রুপ-সি মামলায় এদিন তাঁর জামিন হয়েছে। এখনও বাকি রয়েছে গ্রুপ-ডি মামলার শুনানি। ফলে জেলমুক্তি নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে পার্থর।

দীর্ঘদিন পার্থ জেলে রয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যে সমস্ত নীচু তলার কর্মী, আধিকারিকরা জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে, তাঁরা একে একে জামিন পেয়েছেন ইতিমধ্যেই। স্বাভাবিকভাবেই পার্থ কেন জামিন পাবেন না, সেই বিষয়টি বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি এনকে সিংয়ের বেঞ্চে তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে শর্ত সাপেক্ষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জামিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করে বেঞ্চ। বর্তমানে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানা প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সাল থেকে জেলবন্দি রয়েছেন তিনি।

## আরআরআরএলএফ-এর কাছে জমা প্রস্তাবের পরিস্থিতি

**নতুন দিল্লি, ১৮ অগাস্ট, ২০২৫**

সংস্কৃতি মন্ত্রক কলকাতার স্বশাসিত সংস্থা রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন (আরআরআরএলএফ)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রন্থাগার দপ্তর থেকে প্রাপ্ত উপযুক্ত আবেদনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ স্থির হয়। ২০১৪-১৫-য় পশ্চিমবঙ্গের ৫ হাজার ৪৭৪টি গ্রন্থাগারের জন্য ১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ২২৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ২২৩ টাকা। ২০১৫-১৬-য় পশ্চিমবঙ্গে ৩ হাজার ৪০১টি গ্রন্থাগারের জন্য ১১ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৭ হাজার

এরপর ৫ পাতায়

# বিজেপির প্রস্তাবিতা উপ-রাষ্ট্রপতি প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন

**বেবি চক্রবর্তী :কলকাতা**

**দিল্লী:-** এবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন এগিয়ে আসছে। শাসক বিজেরপি ও বিরোধী জোট ইন্ডিয়া নিজেদের প্রার্থী দেওয়া নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি জোট NDA নিজেদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিলো। তাদের তরফে উপ রাষ্ট্রপতি পদে লড়বেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। তিনি বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদে রয়েছেন। রবিবার বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নাড্ডা বলেন, 'আমরা বিরোধীদের সঙ্গেও কথা বলব। আমাদের তাদের সমর্থনও নেওয়া উচিত। যাতে একসঙ্গে আমরা উপ রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন নিশ্চিত

করতে পারি। যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি এবং আমাদের সিনিয়র নেতারা আগেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমাদের সমস্ত এনডিএ সহকর্মীরা আমাদের সমর্থন করেছে। সিপি রাধাকৃষ্ণণ হলেন আমাদের এনডিএ-র উপ রাষ্ট্রপতি প্রার্থী।'

সিপি রাধাকৃষ্ণনের পুরো নাম চন্দ্রপুরম পোন্নুস্বামী রাধাকৃষ্ণন। তিনি ১৯৫৭ সালের ২০ অক্টোবর তামিলনাড়ুর তিরুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং ভারতীয় জনসংঘের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সিনিয়র নেতা ছিলেন এবং বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদে রয়েছেন। ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদে আসীন হন। এর আগে ২০২৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুলাই পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল পদে ছিলেন। এর আগে ছিলেন তেলঙ্গনার রাজ্যপাল পদেও। ২০২৪ সালের মার্চ থেকে অগাস্ট পর্যন্ত পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলেছেন। সিপি রাধাকৃষ্ণন ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে কোয়েম্বাটুর লোকসভা আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিজেপি সংগঠনে তাঁর বড় ভূমিকা রয়েছে।

# সম্পাদকীয়

## 'আমি ৬ মাসে ৬টি যুদ্ধ থামিয়েছি, কী করছি জানি!' জেলেনস্কি-সাক্ষাতের আগে বললেন ট্রাম্প

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে ফের বৈঠক করতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই বৈঠকের আগে আবার একবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি করলেন তিনি। আমেরিকার পূর্বতন সরকারকে রীতিমতো 'বোকা' এবং 'বুদ্ধিহীন' বলে কটাক্ষ করে ট্রাম্প দাবি করেছেন, শেষ ৬ মাসে ৬টি যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনি!

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত রুখে দেওয়ার কৃতিত্ব এর মধ্যে বহুবার নিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প। নয়াদিল্লি এই ব্যাপারটিকে নস্যাৎ করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট থামেননি। এছাড়া রয়েছে ইজরায়েল-গাজা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। দুই ক্ষেত্রে এখনও শান্তি না ফিরলেও ট্রাম্প আশ্বস্ত করে বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি শান্তি ফিরবে। আর এই প্রসঙ্গেই তিনি ৬ মাসে ৬টি যুদ্ধ থামানোর কথা বলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লিখেছেন, 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আমার নয়, বরং জো বাইডেনের জন্য হয়েছে। আমি এখানে এসেছি যুদ্ধ থামাতে। আমি প্রেসিডেন্ট হলে এ যুদ্ধ শুরুই হত না।" পাশাপাশি ট্রাম্পের সংযোজন, "যারা বছরের পর বছর ধরে এসব সংঘাত সামলাতে গিয়ে কিছুই করতে পারেনি, তারা একেবারে বোকা। কোনও জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই। তারাই পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে।''

ট্রাম্প আরও বলেন, অনেক সংবাদমাধ্যম তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, তিনি আত্মবিশ্বাসী যে সমাধান আনতে পারবেন। তাঁর বার্তা, 'শেষ ৬ মাসে ৬টি যুদ্ধ থামিয়েছি আমি। তার মধ্যে একটা পারমাণবিক যুদ্ধ ছিল। তাই কী করছি সেটা খুব ভাল করেই জানি।' ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এহেন বার্তা ঘিরে ফের কৌতূহল বেড়েছে।

এদিকে হোয়াইট হাউসে হতে চলা বৈঠকের আগে বড় বার্তা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টও। তিনি বলেন, চলমান যুদ্ধ থামাতে এবং শান্তি ফেরাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শক্তি ও সক্ষমতা রয়েছে। জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেন, ইউক্রেনে শান্তি মানেই গোটা ইউরোপের শান্তি। তাঁর দাবি, রাশিয়াকে কেবল শক্তি দেখিয়েই শান্তির পথে বাধ্য করা সম্ভব।

# জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেইশতম পর্ব)

লখিন্দরের সাথে উজানীনগরে বেহুলার বিয়ে ঠিক করে। চাঁদ সওদাগর অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে এমন বাসর ঘর তৈরি করেন যা সাপের পক্ষে ছিদ্র করা সম্ভব নয়।কিন্তু সকল সাবধানতা স্বত্ত্বেও মনসা তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমর্থ হয়। তার পাঠানো একটি সাপ লক্ষিন্দরকে হত্যা করে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে যারা সাপের দংশনে নিহত হত তাদের সৎকার প্রচলিত পদ্ধতিতে না করে তাদের মৃতদেহ ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হত এ আশায় যে ব্যক্তিটি হয়ত কোন অলৌকিক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# দেশের জলাভাবে পীড়িত জেলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জল রাজ্যের বিষয়, তাই জল সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, সমীক্ষা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রয়াসে সহায়তা করে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে।

সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড (সিজিডব্লুবি) এবং রাজ্য সরকারগুলি ২০২২ থেকে প্রতি বছর যৌথভাবে জল নিয়ে সমীক্ষা চালায়। সিজিডব্লুবি-র "ন্যাশনাল কমপাইলেশন অফ ডায়নামিক গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস অফ ইন্ডিয়া ২০২৪" প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের ১৯৩টি ওসিএস (ওভার এক্সপ্লয়টেড, ক্রিটিক্যাল এবং সেমি ক্রিটিক্যাল) জেলার মধ্যে ১০২টি জেলাকে অতিরিক্ত শোষিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২২টি জেলাকে অতি বিপন্ন এবং ৬৯টি জেলাকে আধা বিপন্ন চিহ্নিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১টি জেলা ওসিএস শ্রেণীভুক্ত এবং সেই জেলাটি আধা বিপন্ন।

এছাড়া জলশক্তি মন্ত্রক ২০১৯-এ জলশক্তি অভিযানের সূচনা করেছে। দেশের যে ২৫৬টি জেলায় জলাভাব সেখানে সময়

এরপর ৬ পাতায়

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে", বলেছেন রামপ্রসাদ। কমলাকান্ত গেয়েছিলেন "জানো না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়/মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনও কখনও পুরুষ হয়"।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# পুজোর আগেই ছাত্র ছাত্রীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী তুলে দিতে চেইছেন সবুজসাথীর সাইকেল

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

ভোট আসন্ন। সেই ভোটের দিতে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত দানের কাজ গুলো করে ফেলতে চাইছেন। সম্প্রতি কন্যাশ্রী দিবসে রাজ্যের স্কুলপড়ুয়াদের জন্য বড় সুখবর দিলেন তিনি। আরও ১২ লক্ষ পড়ুয়া পাবে সাইকেল। সবুজ সাথী প্রকল্পে দেওয়া হবে এই সাইকেলগুলি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ধাপে ধাপে এই সাইকেল (Sabuj Sathi) দেওয়া হবে। পুজোর আগেই সমস্ত ছাত্রীদের হাত সাইকেল তুলে দিতে চাইছে নবান্ন। তাই অগাস্টের শেষ থেকেই সাইকেল বিতরণ শুরু হবে বলে খবর। সরকারি সূত্রে খবর, সমস্ত দফতরকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উৎসবের মরশুম শুরুর আগেই যাতে যাতে কাজটি সম্পন্ন করা যায় সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ এসসি, এসটি এবং ওবিসি উন্নয়ন ও আর্থিক বিষয়ক পর্ষদের তরফে সবুজ সাথী সাইকেল কেনা এবং বিতরণ করা হচ্ছে। সবুজ সাথী প্রকল্প বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে রাজ্যে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ পড়ুয়া সবুজ সাথী সাইকেল হাতে পেয়েছে বলে খবর সরকারি সূত্রে। এবার আরও বাড়তে চলেছে সংখ্যাটা। এখনও বহু পড়ুয়াই লম্বা পথ অতিক্রম করে তারপর স্কুলে পৌঁছায়। বিভিন্ন মরশুমে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেও স্কুলে যেতে হয় তাদের। এমন পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে সবুজ সাথী সাইকেল খুব ভরসাযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকরা জানান, সবুজ সাথী সাইকেলে পেয়ে সময় বাঁচছে অনেকটা, পড়াশোনায় নাকি আগ্রহও বাড়ছে পড়ুয়াদের।তবে এটাও ঠিক যে স্কুলের ঠিক পাশের বাড়িতে থাকে যে ছাত্রটি সেও সাইকেল পাচ্ছে।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সস্তা মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

(৩ পাতার পর)

## আরআরআরএলএফ-এর কাছে জমা প্রস্তাবের পরিস্থিতি

১৬৭ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৪৪ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭-য় পশ্চিমবঙ্গের ২ হাজার ৫২০টি গ্রন্থাগারের জন্য ৭২ লক্ষ ৯৫ হাজার ২২৮ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৬৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৯০৭ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮-য় পশ্চিমবঙ্গে ২ হাজার ৯৮২টি গ্রন্থাগারের জন্য ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৩৭ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ২১ হাজার ৯৫৫ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯-এ পশ্চিমবঙ্গে ৮৩৩টি গ্রন্থাগারের জন্য ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৬১ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫০৩ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০-তে পশ্চিমবঙ্গের ৫টি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ২০২০-২১-এ পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রন্থাগারের জন্য ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৩ লক্ষ টাকাই দেওয়া হয়। ২০২১-২২-এ পশ্চিমবঙ্গের ২ হাজার ৫০১টি গ্রন্থাগারের জন্য ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ২ হাজার ৯২২ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৪২০ টাকা দেওয়া হয়। ২০২২-২৩-এ পশ্চিমবঙ্গে ১১টি গ্রন্থাগারের জন্য ২২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, দেওয়া হয় ২০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮৫ টাকা। ২০২৩-২৪-এ পশ্চিমবঙ্গে ৪টি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৯ লক্ষ টাকা, দেওয়া হয় ৪ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২৫-এ পশ্চিমবঙ্গের ৩টি গ্রন্থাগারের জন্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়, দেওয়া হয় ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা।

লোকসভায় এক লিখিত জবাবে আজ এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

# এমএসএমই ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রসারে মন্ত্রকের নানাবিধ পদক্ষেপ

**নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট, ২০২৫**

এমএসএমই ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রসারে মন্ত্রকের তরফ থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে এমএসএমই ক্ষেত্রের জন্য উদ্যম নিবন্ধীকরণ প্রকল্প ০১.০৭.২০২০ থেকে শুরু হয়। অপ্রচলিত অণু ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার খাতে ঋণ (পিএসএল)-এর সুবিধা পৌঁছে দিতে তাদের আনুষ্ঠানিক তথা প্রচলিত পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা হয়। সেইসঙ্গে খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের এমএসএমই-র আওতাভুক্ত করা হয় ০২.০৭.২০২১ থেকে।

ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ৯০০০ কোটি টাকার তহবিল সংযোজিত হয়, যাতে এমএসএমই ক্ষেত্রগুলির কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২ লক্ষ কোটি টাকার অতিরিক্ত ঋণের সুযোগ প্রদান করা যায়।

পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্প শুরু হয় ১৭.০৯.২০২৩ থেকে। ১৮টি পেশার প্রথাগত কারিগর ও শিল্পীদেরকে সর্বাত্মক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই এই প্রকল্পের সূচনা। আত্মনির্ভর ভারত (এসআরআই) তহবিল গড়ে তোলা হয়। এমএসএমই ক্ষেত্রে ৫০,০০০ কোটি টাকা ইক্যুইটি তহবিলের মাধ্যমে যাতে এই ক্ষেত্রগুলি আকার-আয়তনে আরও বড় হয়ে উঠতে পারে এবং সম্ভাবনার সুযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে, সেইদিকে তাকিয়েই এই প্রয়াস।

এমএসএমইগুলির জন্য জামানত মুক্ত ঋণের সীমা ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হয় ০১.০৪.২০২৫ তারিখে। অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে এনে ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল ট্রাস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে ঋণের ৯০ শতাংশ পরিধিকে নিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র এবং সরকারি দপ্তর, অন্যান্য ক্রেতা এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে এমএসএমই ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের স্বার্থে তাদের অর্থায়নের সুযোগ প্রসারের দিকে তাকিয়ে ট্রেড রিসিভেবল ডিসকাউন্টিং সিস্টেম গড়ে তোলা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, এমএসএমই ক্ষেত্রগুলিকে বিলম্বিত পেমেন্ট সমস্যার সমাধানের স্বার্থে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে (পিএমইজিপি) নির্মাণ ক্ষেত্রগুলির জন্য প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির জন্য ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, এই প্রকল্পগুলির সম্ভাবনার সুযোগ সম্প্রসারণ।

০১.০৭.২০২০ থেকে ৩১.০৭.২০২৫-এর মধ্যে উদ্যম নিবন্ধীকরণ পোর্টাল এবং উদ্যম সহায়তা মঞ্চে সর্বভারতীয় স্তরে নিবন্ধিত মোট এমএসএমই-র সংখ্যা ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ।

রাজ্যসভায় আজ এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন অণু, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে।

(১ম পাতার পর)

# ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে শ্রমশ্রীতে মাসে ৫ হাজার টাকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ঠিক যেমন একশ দিনের কাজে ভুয়ো জব কার্ডে টাকা লুঠ হয়েছে'।

প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, এই ঘোষণায় কোনও স্থায়ী সমাধানের দিশা নেই। যা রয়েছে তা হল খয়রাতি করে ভোট কেনার। যাতে তথাকথিত ওই ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক টাকার জন্য অন্তত ভোটের দিন এসে ভোটটা দিয়ে যান।সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নতুন প্রকল্পের ব্যাপারে ওই বৈঠকেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তার পর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের উপর লাগাতার অত্যাচার চলছে। অনেকেই কাজ হারাচ্ছেন, পাচ্ছেন না ন্যায্য মজুরি বা ন্যূনতম সম্মান। তাঁদের স্বার্থেই 'শ্রমশ্রী' চালু করছে রাজ্য সরকার।

এ হল অনেকটা উৎসাহ ভাতা। বাংলার শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার জন্য উৎসাহ দিতেই এই প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার পর প্রথম ১ বছর প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে পুনর্বাসন ভাতা পাবেন শ্রমিকরা। তাঁরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাবেন। কারও পাকা বাড়ি না থাকলে আবাস যোজনায় অনুদান পাবেন। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে। তা ছাড়া অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে তাঁদের।

প্রাথমিকভাবে বাংলার ২২ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক যাঁরা ইতিমধ্যেই সরকারি পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের রূপায়ণ ও কার্যকারিতা সরাসরি নজরদারি করবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব।

'শ্রমশ্রী' প্রকল্পকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'ঘরে ফেরার সেতু' বলেই ব্যাখ্যা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "এই শ্রমিকরাই আমাদের গর্ব, তাঁদের সম্মান রক্ষায় রাজ্য সরকার সবরকম ব্যবস্থা নেবে।"

(৪ পাতার পর)

# দেশের জলাভাবে পীড়িত জেলা

বেঁধে, লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে, জল সংরক্ষণে অভিযান চালানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১-এ "জলশক্তি অভিযান : ক্যাচ দ্য রেন"-এর সূচনা করেন। এই অভিযান ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের সব জেলা, ব্লক এবং পুরসভা জুড়ে। জলজীবন মিশনে ১৫০টি জেলার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সিজিডব্লুবি চিহ্নিত ১৫১টি জেলায় বিশেষ নজর দিয়ে "নারী শক্তি সে জলশক্তি" নামে অভিযান চালানো হয়েছে। ২০২৫-এ "জল সঞ্চয় জলভাগিদারী : জনজাগরুকতা কি ওর" থিম নিয়ে জেএসএ : সিটিআর ২০২৫-এ জোর দেওয়া হয়েছে আরও গভীরে তৃণমূল স্তরে আন্তঃক্ষেত্র সমন্বয় এবং উদ্ভাবনী আর্থিক ব্যবস্থার উপর। বিশেষ করে নজর দেওয়া হয়েছে ১৪৮টি জেলায়। জলশক্তি অভিযান ক্যাচ দ্য রেন কর্মসূচিতে ২০২৫-এ পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, ২০২৪-এ ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা এবং ২০২৩-এ বাঁকুড়ায় এই অভিযান চালানো হয়।

জলশক্তি অভিযান রূপায়ণ করতে রাজ্যগুলি এবং স্থানীয় প্রশাসনকে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় বিশেষ করে জলাভাব পীড়িত অঞ্চলে তার মোকাবিলায় ভারত সরকার একটি সার্বিক বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আজ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাজভূষণ চৌধুরী।

# সিনেমার খবর

## ‘কুলি’-তে রজনীকান্তের ১৫০ কোটি, আমিরের ১৫ মিনিটের জন্য ২৫ কোটি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লোকেশ কানাগরাজের বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন সিনেমা ‘কুলি’ নিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা তুঙ্গে। ভারতীয় সিনেমায় রেকর্ড বাজেট ও পারিশ্রমিকের জন্যও ছবিটি এখন আলোচনায়।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও হিন্দুস্তান টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, ‘কুলি’র নির্মাণ ব্যয় প্রায় ৩৫০ কোটি রুপি। প্রিন্ট ও প্রচারণার জন্য আরও ২৫ কোটি বরাদ্দ হওয়ায় মোট বাজেট দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৭৫ কোটি রুপি।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায়, এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য রজনীকান্ত নিয়েছেন ১৫০ কোটি রুপি। তবে টাইমস অব ইন্ডিয়ার তথ্যমতে, তার পারিশ্রমিক ২৮০ কোটি রুপি। পরিচালক লোকেশ কানাগরাজ নিয়েছেন ৫০ কোটি রুপি।

সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হলো—মাত্র ১৫ মিনিটের ক্যামিও চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আমির খান পেয়েছেন ২৫-৩০ কোটি রুপি। এছাড়া, নাগার্জুনা নিয়েছেন প্রায় ২৪ কোটি এবং একটি গানে বিশেষ উপস্থিতির জন্য পূজা হেগড়ে নিয়েছেন প্রায় ২ কোটি রুপি। শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, উপেন্দ্রও মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক পেয়েছেন, তবে নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রকাশ হয়নি।

‘কুলি’ প্রযোজনা করেছে হাভি সিনেমাস ও আর্স প্রডাকশনস। গল্প ও সংলাপ লিখেছেন পরিচালক লোকেশ কানাগরাজ। রজনীকান্তের সিনেমায় ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্মিত এই অ্যাকশন থ্রিলারে তিনি একজন সাধারণ কুলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১৪ আগস্ট।

## টাকা ধার করে কিনেছিলেন শাহরুখ, আজ ‘মান্নাত’র দাম ২২ গুণ বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড কিং শাহরুখ খান ও তার স্ত্রী গৌরী খান যখন ২০০১ সালে মুম্বাইয়ের একটি ছয়তলা বাংলো কিনেছিলেন, তখন তাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। এই বাড়িটি কিনতে এক প্রযোজকের কাছ থেকে টাকা ধার নেন শাহরুখ, যা দিয়েই তারা ‘মান্নাত’ নামক এই বাংলোটি অর্জন করেন। তখন এর দাম ছিল প্রায় ১৩.২৩ কোটি রুপি।

১৯১৪ সালে নরিম্যান কে দুবাস ‘ভিলা ভিয়েনা’ নামে এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন, পরে নাম বদলে ‘জান্নাত’ হয়। শাহরুখ ও গৌরী কিনে এটিকে ‘মান্নাত’ নাম দেন। কেনার সময় মান্নাতের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না, বড়সড় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। এক ডিজাইনারকে আনার পরেও খরচ তাদের সাধ্যের বাইরে হওয়ায় গৌরী নিজেই সময় নিয়ে ঘর সাজিয়েছেন।

এখন এই বাংলোতে রয়েছে ব্যক্তিগত সিনেমাহল, একাধিক বিলাসবহুল শয়নকক্ষ, বাগান, কোয়ার্টার এবং নানা ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী। শাহরুখ বলেন, এই বাড়ি তিনি কখনো বিক্রি করবেন না।

বর্তমানে মান্নাতের বাজারমূল্য প্রায় ৩০০ কোটি রুপি, যা কিনার সময়ের চেয়ে প্রায় ২২ গুণ বেশি।

## ‘তেরে নাম’ ছবির সেটে সালমানের কথা শুনে ভয়ে কেঁদেছিলেন ইন্দিরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তখন সালমান খানের ক্যারিয়ার খানিকটা স্তিমিত। সালটা ২০০৩। যদিও সেই সময়ও সালমানের মেজাজ যেন সবসময় রাজার মতোই। ‘তেরে নাম’ ছবির শুটিং করছেন। এই ছবি সালমানের ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

এককথায় বলিউডে ঝড় তোলে ছবিটি। ব্যাপক সাফল্য পাওয়া এই ছবিতে তার সহ-অভিনেত্রী ছিলেন ইন্দিরা কৃষ্ণন। এখানে তিনি নায়িকা ভূমিকা চাওলার দিদির চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। এই ছবিতে ভূমিকা ও তার দিদির সঙ্গে মতো বিরোধের দৃশ্যে দেখা যায় সালমানকে। সেই সময় তিনি অভিনেত্রীকে হুমকি দেন তার গায়ে হাত পড়লে তার নাকি ক্যারিয়ার শেষ করে দেবেন! এমন কী ইন্ডাস্ট্রি যাতে কাজ না পান সেই ব্যবস্থা করবেন।

সালমান ‘তেরে নাম’ ছবির সেটে ইন্দিরাকে ভয় দেখান তার ক্যারিয়ার শেষ করে দেবেন বলে। কোনও মারের দৃশ্যে তাকে মারা যাবে না। যদি ইন্দিরা অন্যথা করেন, সংবাদমাধ্যমের কাছে সবটা ফাঁস করে দেবেন এবং সকলকে গিয়ে বলবেন, “তুমি আমাকে মেরেছো”।

এমন কথা শুনে কাঁদতে শুরু করেন ইন্দিরা। সালমানের দেহরক্ষী পর্যন্ত বার বার নাকি ইন্দিরাকে বলতে থাকেন ভাইয়ের গায়ে হাত দিলে রক্ষে নেই! দীর্ঘক্ষণ এমনটা চলল। তার পর সালমান এসে জানান সবটাই তার সঙ্গে রসিকতা করা হচ্ছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এমনটা চলে ইন্দিরার সঙ্গে।

অভিনেত্রী কান্নাকাটি করলে হেসে ফেলেন সালমান খান। সেটে ভীষণ রকম মজার মানুষ তিনি, রসিক স্বভাবের। তাই প্রায়ই সহ অভিনেতাদের সঙ্গে এমনটা করেই থাকেন ভাইজান।

# রোহিত শর্মাকে এবার দেখা গেল বড় পর্দায়!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

হয় গ্যালারিতে বসে নয়তো টেলিভিশনের পর্দায় তাকে দেখতে অভ্যস্ত ভক্তেরা। সেই রোহিত শর্মাকে এবার দেখা গেল বড় পর্দায়। প্রেক্ষাগৃহে ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ককে দেখে নিজেদের ধরে রাখতে পারলেন না ভক্তেরা। চলল উন্মাদনা। উড়ল টাকা, ফুল।

না, রোহিত অভিনয় জগতে যাননি। আপাতত বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশের কথাও জানাননি তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও এখনও এক দিনের ক্রিকেটের অধিনায়ক তিনি। অভিনয় না করলেও বড়পর্দায় জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। নেপথ্যে মহেশ বাবু ও রোহিতের ভক্তকূল।

৯ অগস্ট ছিল মহেশ বাবুর ৫০তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন তার ভক্তেরা। বড়পর্দায় তাকে সম্মান

জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে জুড়ে যান রোহিতের ভক্তেরাও। তারা ঠিক করেন, দুই তারকাকে একসঙ্গে সম্মান জানাবেন। সেইমতো দুইজনের ক্যারিয়ারের বিভিন্ন ঘটনা মিলিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করেন তারা। সেটা চালানো হয় বড়পর্দায়।

ভিডিওতে মহেশ বাবু ও রোহিতকে দুই আলাদা জগতের দুই নক্ষত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা দুইজনেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন। পাশাপাশি দুই তারকার খারাপ সময়ও দেখানো হয়েছে ভিডিওতে। তবে সেখানেই থেমে থাকেনি ভক্তেরা। দুই তারকার প্রত্যাবর্তনও দেখানো হয়েছে ভিডিওতে। রোহিতের প্রত্যাবর্তন হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়কে দেখানো হয়েছে। মহেশ বাবুর প্রত্যাবর্তন হিসাবে অভিনয়ের জন্য তার পুরস্কার জেতাকে দেখানো হয়েছে।

যখনই রোহিতের ছবি বড়পর্দায় দেখা গেছে তখনই চিৎকার শুরু হয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। একই অবস্থা মহেশ বাবুর জন্যও। দুই তারকাকে দেখে টাকা ওড়াতে শুরু করেন ভক্তেরা। চলে নাচ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে উৎসবের পরিবেশ।

এখন আপাতত খেলার বাইরে রোহিত। কয়েক দিন আগে লন্ডনে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে ওভালে ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্ট দেখতে গিয়েছিলেন রোহিত। মাঠে বসে যশস্বী জয়সওয়ালের শতরান উপভোগ করেন তিনি।

এর পরে ভারতের এক দিনের প্রতিযোগিতা অস্ট্রেলিয়ায়। অক্টোবর মাসে সেই প্রতিযোগিতায় আবার মাঠে নামতে দেখা যেতে পারে রোহিতকে। ক্রিকেটের দুই ফরম্যাটকে বিদায় জানালেও তার উন্মাদনা যে একটুও কমেনি তা বোঝা গেল ভক্তদের কাণ্ডে।

## টোকিওর বক্সিং ইভেন্টে দুই তরুণ বক্সার হারালেন প্রাণ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত এক বক্সিং ইভেন্টে দুই তরুণ বক্সার মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ২৮ বছর বয়সী সুপার ফেদারওয়েট শিগেতোশি কোটারি এবং লাইটওয়েট হিরোমাসা উরাকাওয়া একই দিনে অনুষ্ঠিত দুটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন।

২ আগস্ট টোকিওর করাকুয়েন হলে কোটারি ১২ রাউন্ডের লড়াই শেষে ইয়ামাটো হাটার বিরুদ্ধে ড্র করেন। লড়াই শেষে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও এক সপ্তাহ চিকিৎসার পর ৮ আগস্ট রাতে তার মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, উরাকাওয়া অষ্টম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ যোজি সাইটোর কাছে পরাজিত হন। লড়াই চলাকালীন মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়।

বিশ্ব বক্সিং অর্গানাইজেশন (ডব্লিউবিও) এই দুই বক্সারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং পরিবারের সদস্য ও জাপানের বক্সিং সম্প্রদায়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

## বার্সেলোনা ছেড়ে রোনালদোর সতীর্থ মার্টিনেজ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

গত মৌসুমে অনেক চেষ্টা করেও ইনিগো মার্টিনেজকে দলে ভেড়াতে পারেনি আল নাসর। তবে এবার আর ব্যর্থ হয়নি সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। বার্সেলোনা ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দলটিতে যোগ দিলেন স্প্যানিশ এই সেন্টার-ব্যাক।

শনিবার এক বিবৃতিতে আল নাসর জানায়, ৩৪ বছর বয়সী মার্টিনেজকে তারা ফ্রি এজেন্ট হিসেবে এক বছরের জন্য দলে নিয়েছে, সঙ্গে আরও এক বছর চুক্তি বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে।

যদিও এই ট্রান্সফার নিয়ে বড়সড় আলোচনার ঝড় ওঠেনি, তবুও তার বিদায় অনেকের কাছেই বিস্ময়কর। গত মৌসুমে বার্সেলোনার রক্ষণভাগে পাউ কুবার্সির সঙ্গে তার জুটি ছিল দলের সাফল্যের মূল ভিত্তি। লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। মৌসুমজুড়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ৪৬ ম্যাচ।

রিয়াল সোসিয়েদাদের একাডেমি থেকে উঠে আসা মার্তিনেস মূল দলে ৯ বছর কাটিয়ে ২০১৮ সালে যোগ দেন

আথলেতিক বিলবাওয়ে। সেখান থেকে ২০২৩ সালে বার্সেলোনায় পাড়ি জমান। কাতালান ক্লাবের হয়ে দুই মৌসুমে খেলেছেন ৭১ ম্যাচ, যার ৬১টিতে ছিলেন শুরুর একাদশে। এ সময়ে তিনটি গোল ও পাঁচটি অ্যাসিস্টেরও মালিক তিনি।

মার্টিনেজকে গত মৌসুমেও পেতে আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়েছিল আল নাসর। কিন্তু তখন বার্সেলোনার ক্রীড়া পরিচালক ডেকোর চেষ্টায় তিনি থেকে যান। এবার অবশ্য সৌদি ক্লাবটির প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন অভিজ্ঞ এই ডিফেন্ডার।

এর আগে চেলসি থেকে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্সকে দলে নিয়েছে আল নাসর। গতবার লিগে তৃতীয় হওয়া দলটি এবার শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে নিয়োগ দিয়েছে অভিজ্ঞ কোচ হোর্সে জেসুসকে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR